



বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাত: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

এ এস এম জুয়েল, নিহার রঞ্জন রায়
মো. মোস্তফা কামাল, নাজমুল হুদা মিনা

২ আগস্ট ২০১৮

- উন্নয়নশীল বিশ্বে তৃতীয় বা উন্নয়ন খাত হিসেবে দরিদ্র ও প্ৰান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নসহ গণতন্ত্র ও সুশাসন প্ৰতিষ্ঠায় গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীজন হিসেবে এনজিও'র ভূমিকা
- বৈশ্বিক ও স্থানীয় প্ৰেক্ষাপটে উন্নয়নের নানা মডেল ও কৰ্মপন্থা এবং চাহিদা অনুসারে বাংলাদেশে এনজিও কাৰ্যক্ৰমের ক্ৰমবিকাশ
- স্বাধীনতা-পৰবৰ্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্ৰাণ ও পুনৰ্বাসন এবং দরিদ্র ও প্ৰান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্ৰত্যক্ষ সেবা ও সহায়তা প্ৰদানের মধ্য দিয়ে এনজিও কৰ্মকাণ্ডের সূচনা
- পৰবৰ্তীতে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিৰাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, পৰিবেশ সংৰক্ষণ, দুৰ্যোগ মোকাবেলা, পানি-স্যানিটেশন, ভূমি অধিকার প্ৰতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা, শ্ৰমিক অধিকার সুরক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্ৰতিষ্ঠার সহায়ক পৰিবেশ তৈরিসহ নানা ক্ষেত্ৰে এনজিও'র উল্লেখযোগ্য অবদান
- বাংলাদেশের বৰ্তমান অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিতে এনজিও'র প্ৰত্যক্ষ ও পৰোক্ষ ভূমিকা--বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক উদ্যোগ এবং অৰ্থনৈতিক কৰ্মকাণ্ডে দরিদ্র ও নারীদের অন্তৰ্ভুক্তি

- বাংলাদেশে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও'র সংখ্যা ২,৬২৫টি; এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত ৪৮০টি এনজিও দীর্ঘ সময় ধরে নিবন্ধন নবায়ন না করায় তাদের নিবন্ধন বাতিল
- টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫ অনুসারে দেশের এনজিও খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার (৩৪.৯%) মধ্যে ৩% খানা দুর্নীতির শিকার হয়; অন্যান্য খাতের তুলনায় (সার্বিকভাবে ৬৭.৮%) এ হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধে বাংলাদেশের এনজিওসমূহের অভ্যন্তরীণ সুশাসনে ঘাটতি লক্ষণীয়
- ২০০৭ (টিআইবি) ও ২০১৪ (টিআই) সালে পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশের এনজিও খাতে বিশেষ করে এনজিও'র অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ায় সুশাসনের উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত
- এনজিওসমূহকে কাঠামোগত কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হয়--স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও স্থানীয় ক্ষমতাসালীদের অযাচিত প্রভাব

গবেষণার যৌক্তিকতা

- টেকসই উন্নয়ন অর্জন এবং গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এনজিও'র সহায়ক ভূমিকা জোরালো করতে এনজিও'র অভ্যন্তরীণ সুশাসন চর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করা
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা প্রেক্ষাপট, কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি, উন্নয়ন সহযোগীদের অগ্রাধিকার পরিবর্তনসহ নানা কারণে এনজিও খাতে তহবিল প্রাপ্তিতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা--এনজিও'র অভ্যন্তরীণ সুশাসন চর্চার গুরুত্ব উপস্থাপন
- এনজিও খাতের সুশাসন পরিস্থিতির ওপর টিআইবি'র পূর্ববর্তী (২০০৭) গবেষণার ধারাবাহিকতা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এনজিও খাতের বর্তমান সুশাসন চর্চা তুলে ধরা
- এনজিও'র অভ্যন্তরীণ সুশাসন পরিস্থিতি সম্পর্কে তদারকি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদেরকে ধারণা প্রদান এবং এ খাতের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা শক্তিশালী করতে গবেষণালব্ধ সুপারিশ প্রদান

মূল উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতের সুশাসন পর্যালোচনা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহের সুশাসনের চর্চাসমূহ পর্যালোচনা করা
- এনজিওসমূহের অভ্যন্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা
- এনজিওসমূহে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয় প্রস্তাব করা

- বাংলাদেশের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এবং বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এনজিওসমূহের অভ্যন্তরীণ সুশাসন
- এ গবেষণায় এনজিও সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিশেষ করে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সরকারের তদারকি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; যদিও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন মূল্যায়ন এ গবেষণার উদ্দেশ্য নয়

বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সকল এনজিও সম্পর্কে এ গবেষণার ফলাফল সমানভাবে প্রযোজ্য নয়; তবে এনজিওসমূহে বিদ্যমান সুশাসন সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রদান করে

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা; তবে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত পদ্ধতি ও তথ্যের ব্যবহার
- তথ্য সংগ্রহের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে সংগৃহীত ৭৮১টি এনজিও'র তালিকা (২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৈদেশিক অনুদানপ্রাপ্ত) থেকে সেগুলোর ধরন (স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক), অনুদানের পরিমাণ (ছোট, মাঝারি, বড়) এবং স্থানীয় এনজিও'র ক্ষেত্রে বিভাগীয় অবস্থান অনুযায়ী পদ্ধতিগত দৈবচয়নের মাধ্যমে মোট ৫০টি এনজিও (৬.৪%) নির্বাচন
- তথ্য সংগ্রহকালে দু'টি এনজিও'র পক্ষ থেকে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি; অর্থাৎ এ গবেষণাটি ৪৮টি এনজিও থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন--স্থানীয় ১৫টি, জাতীয় ২৪টি, এবং আন্তর্জাতিক ৯টি
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিওসমূহের ২০১৪-২০১৬ সময়ের সুশাসন এ গবেষণায় বিবেচিত
- অক্টোবর ২০১৬ - মে ২০১৭ সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ
- বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি এবং জাতীয় পর্যায়ে এনজিও সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের কাছে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণ

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি		উত্তরদাতা/তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ও অন্যান্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নিরপেক্ষ গবেষক-মূল্যায়নকারী-নিরীক্ষক-পরামর্শক, সাংবাদিক
	নিবিড় সাক্ষাৎকার	নির্বাচিত এনজিও'র পরিচালনা পরিষদ সদস্য, প্রধান নির্বাহী বা উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য
	দলীয় আলোচনা	নির্বাচিত এনজিও'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা (অর্থ ও প্রশাসন, মানবসম্পদ, নিরীক্ষা, প্রকল্প/কর্মসূচি, পরিবীক্ষণ), মধ্যম ও কনিষ্ঠ সারির কর্মকর্তা, মাঠকর্মী
	ফোকাস দল আলোচনা	নির্বাচিত এনজিও'র প্রত্যক্ষ উপকারভোগী
	ফরম্যাট পূরণ	প্রধান নির্বাহী বা উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা দলের মনোনীত কর্মকর্তা
পরোক্ষ তথ্য	নথি পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও গবেষণা নিবন্ধ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বাছাইকৃত এনজিও'র বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট

সূচক	পরিমাপক
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য-সম্পাদন	প্রয়োজনীয় নীতি ও নির্দেশিকা, কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন
স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার	সংস্থার সাধারণ তথ্যের উন্মুক্ততা, পরিকল্পনা ও বাজেট সংক্রান্ত তথ্যের উন্মুক্ততা, উপকারভোগী নির্বাচনে উন্মুক্ততা, নিয়োগ, ক্রয় ও আর্থিক লেনদেনে নিয়ম ও চর্চা
প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ	পরিচালনা পরিষদ গঠন, প্রকল্প পরিকল্পনায় কমিউনিটির চাহিদার প্রতিফলন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মীদের মতামত গ্রহণ, পরিচালনা পরিষদে উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব, উপকারভোগী নির্বাচন ও কর্মসূচি গ্রহণ প্রক্রিয়া
জবাবদিহিতা	তদারকি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে প্রতিবেদন পেশ, নিরীক্ষা নীতিমালা ও চর্চা, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা, প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি, অভিযোগ ও সংস্কৃতি ব্যবস্থাপনা, উপকারভোগীদের প্রশ্ন ও পরামর্শ গ্রহণ

গবেষণার ফলাফল

এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

- বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬ প্রণয়ন
- বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬-এর বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-এ অরাদ্ধীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও ও সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্তি
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর পরিবীক্ষণ
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এনজিও'র তথ্য উন্মুক্ত করার বিধান
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এনজিও কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও সমন্বয় জোরদারকরণ
- নিবন্ধন নবায়নে ব্যর্থ বা বিলম্বকারী এনজিও'র নিবন্ধন বাতিলের উদ্যোগ
- বিভিন্ন ফরম পূরণের মাধ্যমে এনজিও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ--বিশ্বাসভিত্তিক এনজিওসমূহের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ এবং জঙ্গী অর্থায়ন রোধে সহায়তা
- অর্থ-পাচার রোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী এনজিও'র ক্ষেত্রে বিদেশী অনুদান প্রাপ্তিতে বৈধ উৎসের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

আইনি সীমাবদ্ধতা

বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬-এর কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান

- জরুরি ত্রাণ কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্দিষ্ট না থাকা (ধারা ৬)
- অন্যান্য জেলায় কর্মসূচির ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণের বিধান না থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের বিধান (উপধারা ৬.৩)
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কোনো প্রকল্পের ব্যাপারে আপত্তি জানালে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান (উপধারা ৬.৪)--প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতার সম্ভাবনা
- অন্যান্য জেলার এনজিও কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি নির্ধারিত কমিটি গঠনের বিধান; কিন্তু কমিটি কীভাবে গঠিত হবে তা সুস্পষ্ট না করা* (উপধারা ১০.৭ ও ১০.৮)
- এনজিও'র গঠনতন্ত্রে পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা থাকলেও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের ক্ষেত্রে দেশীয় পর্যায়ে সমান্তরাল কোনো কাঠামো থাকবে কিনা সে সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকা (ধারা ১১)
- কোনো এনজিও সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে “বিদ্বেষমূলক” ও “অশালীন” মন্তব্য করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে; তবে এই শব্দদ্বয়ের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা অনুপস্থিত (ধারা ১৪)

*এনজিও বিষয়ক ব্যুরো একটি পত্রের মাধ্যমে (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রেরিত) টিআইবি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ব্যুরোর মতে, ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রেরিত একটি পরিপত্রে কমিটির সদস্যদের ব্যাপারে একটি দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা এখনও প্রযোজ্য বা চলমান রয়েছে। ১৪ জুন ২০১৮ তারিখের আরেকটি পরিপত্রের মাধ্যমে এ কমিটি গঠনে একটি সংশোধনী প্রদান করা হয়েছে। সংশোধনী অনুযায়ী কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এনজিওসমূহে সুশাসনের ইতিবাচক চিত্র

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য-সম্পাদন

গবেষণাভুক্ত এনজিওসমূহের মধ্যে

- সবগুলোতেই গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ও নির্দেশিকা বিদ্যমান--গঠনতন্ত্র, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, মানবসম্পদ, জেভার ইত্যাদি সম্পর্কিত
 - উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিওতে (১৯টি) দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ
 - অধিকাংশ এনজিওতে (৩৫টি) কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থা বিদ্যমান
 - অধিকাংশ এনজিওতে (২৫টি) তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
-

এনজিওসমূহে সুশাসনের ইতিবাচক চিত্র

স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার

গবেষণাভুক্ত এনজিওসমূহের মধ্যে

- বেশিরভাগ এনজিও'র (৩৬টি) ওয়েবসাইট বিদ্যমান এবং তথ্য প্রকাশে ওয়েবসাইটের ব্যবহার--চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সফলতার গল্প, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের পরিচিতি
- বেশিরভাগ এনজিওতে (৩৮টি) পত্রিকা বা জব-পোর্টালে চাকুরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চর্চা
- বেশিরভাগ এনজিওতে (৪৩টি) ক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ক্রয় কমিটি গঠন
- অধিকাংশ এনজিওতে (৩০টি) ক্রয়ের জন্য সেবা বা পণ্য সরবরাহকারীদের সুনির্দিষ্ট তালিকা অনুসরণের চর্চা
- বেশিরভাগ এনজিওতে (৪৩টি) ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের কর্মীদের বেতন প্রদান
- বাধ্যতামূলক না হলেও তিনটি এনজিও'র নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী স্বপ্রণোদিতভাবে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ

এনজিওসমূহে সুশাসনের ইতিবাচক চিত্র

প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ

গবেষণাভুক্ত এনজিওসমূহের মধ্যে

- অধিকাংশ এনজিওতে (৩২টি) প্রকল্প চাহিদা নিরূপণ এবং উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনের পরামর্শ গ্রহণের চর্চা
 - দু'টি এনজিও দ্বৈততা পরিহারের জন্য তাদের কোনো কোনো কর্মসূচির ক্ষেত্রে অন্যান্য এনজিও'র সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মএলাকা নির্ধারণ ও উপকারভোগী নির্বাচন করে থাকে
 - উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও'র (১৪টি) পরিচালনা ও সাধারণ পরিষদে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব
-

এনজিওসমূহে সুশাসনের ইতিবাচক চিত্র

জবাবদিহিতা

গবেষণাভুক্ত এনজিওসমূহের মধ্যে

- অধিকাংশ এনজিওতে (২৫টি) স্বতন্ত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কর্মকর্তা বিদ্যমান
 - কয়েকটি এনজিওতে (নয়টি) অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যবহার
 - বেশিরভাগ এনজিওতে (৩৬টি) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান
 - প্রায় অর্ধেক এনজিওতে (২৩টি) অভিযোগ জানানো ও তা নিষ্পত্তির আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিদ্যমান
 - একটি এনজিওতে ন্যায়পাল বিদ্যমান
 - তিনটি এনজিওতে প্রকল্প এলাকা থেকে অভিযোগ গ্রহণের জন্য হটলাইন নাম্বার স্থাপনের দৃষ্টান্ত
-

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য-সম্পাদন

গবেষণাভুক্ত এনজিওসমূহের মধ্যে

- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিওতে (১৩টি) নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি
- প্রায় অর্ধেক এনজিওতে (২৩টি) কর্মীদের বিশেষ করে নিয়মিত কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ঘাটতি--
ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণের জন্য তহবিল বরাদ্দ না পাওয়া

মাঠকর্মী, প্রকল্পকর্মী ও মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে,

- বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগে ঘাটতি--উদাহরণস্বরূপ, জেভার নীতিমালা থাকলেও বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেওয়া; যৌন হয়রানির অপরাধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে না চলা; ক্রয় এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন উপেক্ষা
- নীতিমালা ও নির্দেশিকা সম্পর্কে অবহিতকরণে ঘাটতি--নীতিমালা ইংরেজিতে হওয়ায় অনেক কর্মীর কাছে সহজবোধ্য না হওয়া; মাঠকর্মীদের জন্য নীতিমালার ওপর প্রশিক্ষণের ঘাটতি
- প্রকল্পকর্মীদের জন্য প্রণোদনার ঘাটতি--প্রকল্পকর্মীদের জন্য বেতনের বাইরে অন্য কোনো সুবিধা ও নির্ধারিত ছুটি উপভোগের সুযোগ কম থাকা

স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার

গবেষণাভুক্ত এনজিওসমূহের মধ্যে

- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও'র (১২টি) ওয়েবসাইট না থাকা--আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে তিনটি এনজিও'র ওয়েবসাইট পরিচালনায় অসামর্থ্য
 - যেসব এনজিও'র ওয়েবসাইট আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও'র (১৯টি) ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতি
 - কয়েকটি এনজিওতে (পাঁচটি) ক্রয় কমিটি না থাকা--ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির অধিকতর ঝুঁকি
 - উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিওতে (১৮টি) ক্রয়ের জন্য সেবা বা পণ্য সরবরাহকারীদের সুনির্দিষ্ট তালিকা অনুসরণ না করা--ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির অধিকতর ঝুঁকি
-

স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার

গবেষণাভুক্ত এনজিওসমূহের মধ্যে

- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিওতে (১০টি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করেই কর্মী নিয়োগ--নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির অধিকতর ঝুঁকি
 - কয়েকটি এনজিওতে (পাঁচটি) কর্মীদের বিশেষ করে মাঠকর্মীদের বেতন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে না দিয়ে নগদ টাকায় প্রদান
 - দু'টি এনজিওতে বেতন প্রদানে দু'টি পৃথক রেজিস্টার ব্যবহার--কর্মীদের নির্ধারিত বেতন এবং প্রদত্ত কম বেতনের হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ
 - দু'টি এনজিও'র ক্ষেত্রে একই কর্মীকে বিভিন্ন প্রকল্পে শতভাগ হিসেবে দেখানো হলেও একটি প্রকল্প থেকে তার নির্ধারিত বেতন প্রদান
-

স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার

মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে,

- ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়মের চর্চা
 - ক্রয় কমিটি থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কর্তৃত্ব খাটিয়ে ক্রয় কমিটির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা
 - পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী নির্বাচনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব
 - ভুয়া ক্রয়-রশিদ বানিয়ে অর্থ আত্মসাৎ
- নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম--কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগ
- তদারকি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান এবং কর্মসূচি বাজেট থেকে তা পূরণ
- কিছু এনজিও'র বিরুদ্ধে প্রকল্পের মোটা অংকের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ
- ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বাড়তি সুবিধা ভোগ করা--কোনো কোনো এনজিও'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিশেষ করে প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে তাদের এনজিও থেকে নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ

প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ

গবেষণাভুক্ত এনজিওসমূহের মধ্যে

- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও'র (১৬টি) ক্ষেত্রে প্রকল্প চাহিদা নিরূপণ এবং উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনের পরামর্শ গ্রহণে ঘাটতি

মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে,

- স্থানীয় প্রভাবশালীদের পরামর্শে কর্মএলাকা ও উপকারভোগী নির্বাচন--কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের বাদ পড়া; কিছু ক্ষেত্রে এনজিওদের পক্ষ থেকেই প্রভাবশালীদের প্রতি গুরুত্ব ও সুবিধা প্রদান
- ক্ষুদ্রঋণ আইন অনুসারে দরিদ্রদের স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার বিধান থাকলেও তাদেরকে উপেক্ষা করে তুলনামূলক স্বচ্ছলদের প্রাধান্য--কিন্তু আদায়ে ব্যর্থ হলে চাপের মুখে পড়েন বলে কর্মীদের এ কৌশল
- একই এলাকায় একই সময়ে একাধিক এনজিওকে একই ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করার নির্দেশনা থাকলেও তার ব্যত্যয়--ক্ষুদ্রঋণ ও জীবন-জীবিকার উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচির ক্ষেত্রে এ প্রবণতা বেশি; কিছু কিছু ক্ষেত্রে জেনেশুনেই অন্য প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগীদেরকে একই ধরনের সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তি

প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ

মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে,

- সেবামূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হলেও একই উপকারভোগীকে পুনরায় একই ধরনের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা--উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন দেখানো সহজতর বলে কোনো কোনো এনজিওতে এ কৌশল প্রয়োগ
- পরিচালনা পরিষদে সক্রিয় প্রতিনিধিত্বশীলতায় ঘাটতি
 - কিছু কিছু এনজিও'র পরিচালনা পরিষদে যোগ্যতার তুলনায় প্রধান নির্বাহীর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের প্রাধান্য
 - অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদে নামসর্বস্ব সদস্যের সম্পৃক্ততা
 - পরিচালনা পরিষদের কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণে ঘাটতি
 - কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের নারী সদস্যদের পরিষদের কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণে ঘাটতি

জবাবদিহিতা

গবেষণাভুক্ত এনজিওসমূহের মধ্যে

- প্রায় অর্ধেক এনজিওতে (২৩টি) প্রকল্প বা কর্মসূচি কর্মকর্তা দ্বারা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি
 - উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিওতে (১২টি) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকা
 - অধিকাংশ এনজিওতে (২৫টি) অভিযোগ জানানো ও তা নিষ্পত্তির আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকা
-

জবাবদিহিতা

মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে,

■ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ঘাটতি

- কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রকল্পের দুর্বল দিক বা ঘাটতি যথাযথভাবে উল্লেখ না করে শুধু সাফল্যের দিক অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা
- অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি ও তাদের মূল্যায়নকারী পরামর্শকদের নিয়ে শুধুমাত্র সফল কর্মএলাকা পরিদর্শন করানো

■ পরিচালনা পরিষদের কাছে ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতায় ঘাটতি

- নীতি-নির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত পরিচালনা পরিষদের সভায় অনুমোদনের বিধান থাকলেও প্রধান নির্বাহী কর্তৃক এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় অনুমোদন গ্রহণ
- অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিয়ম-বহির্ভূতভাবে তা বাস্তবায়ন

এনজিওসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অনিয়ম-দুর্নীতি

- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দেশীয় কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের একাংশের বিরুদ্ধে এনজিওগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ
- স্থানীয় ক্ষমতাবান বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের একাংশের বিরুদ্ধে মাঠ পর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমে অযাচিত প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপের অভিযোগ
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দিবস উদযাপনের জন্য নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ
- জেলা প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে জেলা পর্যায় থেকে সনদ সংগ্রহের সময় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দাবি ও হয়রানির অভিযোগ
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে এনজিওসমূহের নিবন্ধন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়ায় হয়রানি ও অর্থ দাবির অভিযোগ

এনজিওসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অনিয়ম-দুর্নীতি

- এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে-
 - উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও কর্তৃক প্রকল্প ও তহবিল অনুমোদনের জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
 - প্রতিবেদন জমাদানের পর নথিভুক্ত করার জন্যও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
 - এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ
 - পারিবারিক ভ্রমণে গিয়ে স্থানীয় এনজিও থেকে পরিবহন ও রেস্ট হাউজের সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ
 - বিভিন্ন ফরম পূরণের নিয়ম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের নামে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দাবির অভিযোগ
 - এনজিও কার্যালয় পরিদর্শন করেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দাবির অভিযোগ
- পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যরত এনজিওসমূহকে প্রকল্প অনুমোদন ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বেশি ধাপ অতিক্রম করতে হয় বলে তাদেরকে অন্য এলাকার এনজিও'র তুলনায় বেশি হয়রানি ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের শিকার হতে হয়--পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ

এনজিওসমূহে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
■ সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালায় বৈষম্যমূলক ও অস্পষ্ট ধারা ■ প্রকল্প ও তহবিল অনুমোদনে অনিয়ম-দুর্নীতি ■ দুর্বল পরিচালনা পরিষদ গঠন ■ তদারকি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিবীক্ষণ-মূল্যায়ন-নিরীক্ষার ঘাটতি ■ স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ■ উপকারভোগীদের কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতি এবং স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ ছাড়াই প্রকল্প প্রণয়ন ■ স্থানীয় ক্ষমতামালী ব্যক্তিবর্গের অযাচিত প্রভাব ■ অনুদাননির্ভর-প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম ■ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি	■ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প ও তহবিল অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা ■ তহবিল অনুমোদনে প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার এবং কর্মসূচি ব্যয় কমানো ■ প্রধান নির্বাহীর একক কর্তৃত্ব এবং জবাবদিহিতায় ঘাটতি ■ অস্বচ্ছ ও অনিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কার্য সম্পাদন--নিয়োগ, ক্রয়, বেতন-ভাতা প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে ■ সঠিক কর্মসূচি ও উপকারভোগী নির্বাচন না হওয়া ■ কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি ও দ্বৈততা ■ সুশাসনের পর্যাণ্ট কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি	■ এনজিও কর্মকাণ্ডের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত না হওয়ার ঝুঁকি ■ এনজিও খাত সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম হ্রাসের ঝুঁকি ■ তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অযাচিত নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা

তুলনামূলক চিত্র: ২০০৭ এবং ২০১৭

সূচক	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি	আংশিক অগ্রগতি	অপরিবর্তিত
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য- সম্পাদন	মানবসম্পদ নীতিমালা অনুসরণ	কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ	-
	কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থার চর্চা		
	জেডার সংবেদনশীলতার নীতি ও চর্চা		
	যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন		
স্বচ্ছতা ও গুণাচার	হিসাব ও নিরীক্ষা তথ্য প্রকাশ	কমিউনিটিতে কাজীকৃত মাত্রায় তথ্য প্রদান	হিসাব বিভাগকে প্রভাবিত করা
		ওয়েবপেজে হালনাগাদ তথ্য প্রদান	
		প্রভাবমুক্ত নিরীক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	

তুলনামূলক চিত্র: ২০০৭ এবং ২০১৭

সূচক	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি	আংশিক অগ্রগতি	অপরিবর্তিত
প্রতিনিধিত্ব- শীলতা ও অংশগ্রহণ	-	যোগ্যতার ভিত্তিতে পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচন	সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান নির্বাহীর একক কর্তৃত্ব
		পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা	পরিচালনা পরিষদের সভার কার্যবিবরণী আংশিকভাবে কর্মীদের অবহিত করা
জবাবদিহিতা	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা	কমিউনিটির কাছে জবাবদিহিতার চর্চা	পরিচালনা পরিষদের অনিয়মিত সভা এবং শুধু সভায় উপস্থিতিনির্ভর সম্পৃক্ততা
	অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা	দাতা সংস্থার কাছে ফলাফলভিত্তিক অগ্রগতি ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ	

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসনের বেশ কিছু ইতিবাচক চর্চা অর্জিত হয়েছে, তবে এখনও উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে সুশাসন চর্চার উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে
- এনজিওগুলোর অভ্যন্তরে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা এবং তদারকি প্রতিষ্ঠান ও অনুদানপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নানা ধরনের কাঠামোগত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, তবে সেগুলোর আরও কার্যকর প্রয়োগের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে
- এনজিওগুলোর অভ্যন্তরে সুশাসনের ঘাটতির কারণ হিসেবে তদারকি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের অনিয়ম-দুর্নীতি, সংশ্লিষ্ট আইনে দুর্বলতা, দুর্বল পরিচালনা পরিষদ গঠন, সমন্বয়-পরিবীক্ষণ-মূল্যায়ন-নিরীক্ষার ঘাটতি, স্থানীয় ক্ষমতামালী ব্যক্তিবর্গের একাংশের অযাচিত প্রভাব, এনজিওসমূহের অনুদান নির্ভরতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য
- সুশাসনের চিহ্নিত বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে অগ্রগতি হলে এনজিও কর্মকাণ্ডের কাজক্ষিত ফলাফল আরও কার্যকরভাবে অর্জিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে; ফলে এনজিও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে

করণীয়	দায়িত্ব
১. প্রকল্প কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে বিশেষ করে সেবামূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করা	এনজিও
২. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ--শক্তিশালী পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার যথাযথ প্রয়োগ	
৩. একক কর্তৃত্বপূর্ণ নেতৃত্ব পরিহার--কর্মীদের মতামত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার প্রতিফলন এবং পরিচালনা পরিষদ ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা	
৪. নৈতিক আচরণবিধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবসম্পদ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	
৫. নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রণোদনা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা	
৬. স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত এবং নাগরিক সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠন-- এক্ষেত্রে স্বচ্ছতার জন্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিধি নির্ধারণসহ 'গভার্ন্যান্স ম্যানুয়াল' প্রণয়ন	

করণীয়	দায়িত্ব
৭. পরিচালনা পরিষদের কাছে নির্বাহী ব্যবস্থাপনার কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	এনজিও
৮. ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস, সংস্কৃতি ব্যবস্থাপনা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ন্যায়পাল নিয়োগ	
৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে কর্মসূচি বা প্রকল্পের সামাজিক নিরীক্ষা চালু করা	
১০. এনজিওসমূহের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	
১১. প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্যালয় পরিদর্শনের নামে এবং নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদনের সময় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ--জড়িত এনজিও ব্যুরোর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
১২. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬ এর বৈষম্যমূলক ও অস্পষ্ট ধারাসমূহ সংস্কার করা এবং বিধিমালা চূড়ান্ত করা	
১৩. প্রকল্প অনুমোদন ও তহবিল ছাড়ের ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা	

করণীয়	দায়িত্ব
১৪. ভিন্ন ভিন্ন এনজিও কর্তৃক একই এলাকায় একই ধরনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে একই উপকারভোগী নির্বাচন বা দ্বৈততা বন্ধে এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
১৫. এনজিওদের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের খসড়া কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	
১৬. বিভিন্ন দিবস উদযাপনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ করা যাতে এনজিওদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করা যায়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৭. সংস্থার নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানি বন্ধ করা	
১৮. প্রত্যেক প্রকল্পের মধ্যে ‘সুশাসন কম্পোনেন্ট’ রাখা ও তা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং এনজিও’র অভ্যন্তরীণ সুশাসন জোরদার করতে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা
১৯. সহযোগী এনজিওতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার বন্ধ করা	

ধন্যবাদ



ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একসাথে...